রাজবংশ
পীযূষ বসু
পরিচালিত
উমা ফিল্মসের
ছবি

অসীম সরকার প্রযোজিত ঊষা ফিল্মসের

# রাজবংশ

কাহিনী-চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **পীযূষ বসু**

সঙ্গীত : **শ্যামল মিত্র**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন॥ সঙ্গীত-গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ সহকারী : বলরাম বারুই॥ শব্দ-পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী॥ সহকারী : পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, রবীন চৌধুরী॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়॥ শিল্প-নির্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়॥ নৃত্য-পরিকল্পনা : শক্তি নাগ॥ সহকারী : মঞ্জুশ্রী ঘোষ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই॥ পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও॥ স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি॥ আলোক-সম্পাতে : দুখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশাল, অনিল পাল, গোবিন্দ হালদার॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, অবনী মজুমদার, ফণীভূষণ, সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, পঞ্চানন ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী॥ সহকারীবৃন্দ-চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত॥ সম্পাদনা : সুনীত সাহা॥ শিল্পনির্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য॥ রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী॥ সাজসজ্জা : কার্ত্তিক লংকা॥ ব্যবস্থাপনা : হরি সরকার॥ পরিচালনা : জয়ন্ত বোস, সুজয় দত্ত॥ কর্মসচিব : সন্তোষ দাসগুপ্ত॥ ব্যবস্থাপনা : বিশ্বনাথ দে, পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য॥ গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার॥ নেপথ্যকণ্ঠে : **মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী**॥ নৃত্যে : বর্ণালী মিত্র, শ্যামলী দাস, মঞ্জুশ্রী ঘোষ, রঞ্জু দাস, আরতি সিন্‌হা, স্বপ্না দত্ত, গীতা চক্রবর্ত্তী, শুক্লা সাহা, দোয়েল সিন্‌হা, দীপান্বিতা ভট্টাচার্য্য, সর্বানী ঘোষাল, অর্চনা চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণা দে, শিবানী চক্রবর্ত্তী।

## : রূপায়ণে :

**উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য্য, প্রেমানারায়ণ**॥ অতিথি-শিল্পী : স্বপনকুমার বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, সত্য ব্যানার্জী, বিভু দত্ত, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, গোপাল সিংহ রায়, শিশির চক্রবর্ত্তী, অতি দাস, অজিত ঘোষ, সুধাংশু মুখার্জী, রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, শৈল ঘোষাল, বিশ্বনাথ বোস, নীহার চক্রবর্ত্তী, হাসি মজুমদার, সুবল দত্ত, জীবন গুহ, জ্যাম বরুয়া, সুশীল রায়, বিরাজ দত্ত, বীরু চক্রবর্ত্তী, মাঃ সুব্রত দে, শর্মিলা দে, দিব্যেন্দু মুখার্জী, নিলীমা দাস, রাণী চক্রবর্ত্তী, পূর্ণিমা দেবী রেখা মল্লিক, শেলী পাল, অনামিকা সাহা, স্বপ্না চক্রবর্ত্তী।

## : কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লদেব, শ্রীএস, আর দাস, (এস, ডি, পি, ও) ঝাড়গ্রাম॥ আদিবাসী ক্লাব নেকড়াডোবা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ, সত্যনারায়ণ খাঁ, দিলীপ খাঁ, প্রণব বসু, জগৎবল্লভপুরের গ্রামবাসীবৃন্দ।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও-এ, গৃহীত ও আর, বি, মেহেতার ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

প্রেক্ষাগৃহের পুষ্পসজ্জা-গ্লোব নার্শারী (কলেজ ষ্ট্রীট)

**চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ পরিবেশিত।**

---

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরনী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

## একটি রক্তাক্ত রাজকাহিনী

রাজবাড়ীর সিংহ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এক বলিষ্ঠ যুবক। এই ফটক দিয়েই হয়তো বহুদিন আগে এক তমসাচ্ছন্ন রাত্রে চোরের মত তাকে নিয়ে রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন তার মা। তখন সে ছিল নিতান্ত কিশোর।

সেদিন সেই পলায়নের পিছনের ইতিহাস তার জানা ছিলনা। বড় হওয়ার পর প্রতাপ-নারায়ণ মা'র কাছে সব শুনেছে।

ময়নামতীর রাজবধূর অতি অন্তরঙ্গ সহচরী ছিলেন তার মা। দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজা ভৈরবনারায়ণ ছিলেন নারীলোভী লম্পট। যুবতী নারী শিকার করা ছিল তাঁর কাছে প্রমত্ত নেশা। রাজবধূর অন্তরঙ্গ সখীও লম্পটের লালসাবহ্নি থেকে পরিত্রাণ পায় নি। ফলে

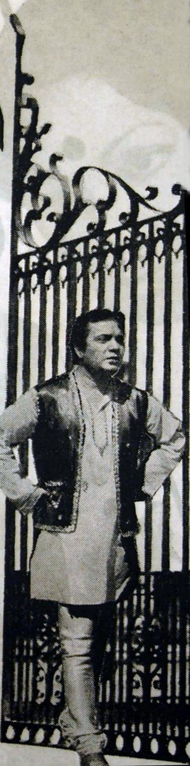

প্রতাপনারায়ণের জন্ম—যে জন্মের জন্যে সে দা

রাজরক্তের মূল্য ও মর্যাদা এত সন্তনে-সেখানে বংশবৃদ্ধির বীজ বুনে যাবে। যদি কোথাও এরকম অঘটন ঘটে তাহলে তাকে সমূলে বিনাশ করাই এঁদের অভিপ্রেত।

প্রতাপনারায়ণের মা তাঁর নিজের ও তার জন্যে গোপনে কলকাতায় পালিয়ে এলেন। প্রতাপনারায়ণ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তার মা দাসীবৃত্তি করে অশেষ কষ্টে তাকে খিয়ে মানুষ করে তুললেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগে পর্য্যন্ত তাকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে গেলেন ; রাজরক্তের প্রাপ্য অর্থ ঐশ্বর্য্য মান বৌ তুই ছাড়বিনা। তুইই বড় রাজকুমার, ছোট হ'ল রাজনারায়ণ। তোকে ওরা অস্বীকার করতে চাইবে কিন্তু তুই হার মানবিনা।

সেই দাবী নিয়ে ময়নামতীর রাজবাড়ীস দাঁড়াল রাজবংশের জারজ সন্তান কুমার প্রতাপনারায়ণ। দারোয়ানের ক্ষমতা ছিলনা তাকে রোখবার। প্রতাপনারায়ণ বৃদ্ধ রাজা ভৈরবনর এসে দাঁড়াল ভৈরবনারায়ণ কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন। যৌবনের সেই উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া দিনতো কবে চলে গেছে। আজ জীবনের বেলায়, তাঁর সেদিনকার সেই উদ্ধত যৌবনের ছায়া সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে রাজবংশের সব কিছুর ওপর। রাজা ভৈরবনক্ষপে উঠলেন কিন্তু পারলেন না তাকে দারোয়ান দিয়ে রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে।

প্রতাপনারায়ণ রাজমহলের এক পুষ্যির মত একটি অবহেলার আশ্রয় পেল। তার মাসোহারারও ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু অধিকার পেলনা কণামাত্র।

ভৈরবনারায়ণের বিধবা বোন ইন্দুম দেওয়ার ব্যাপারটা ভাল চোখে খ্যাখেনি। তাঁর ভয় শেষ অবধি সম্পত্তি নিয়ে বৈধ রাজকুমার রাজনারায়ণের সঙ্গে বিবাধ বেধে ভৈরবনারায়ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে উইল করে তিনি সব ব্যবস্থা পাকা করে যাবেন। কিন্তু সে উইল তিনি করে যেতে প আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

য়ণ সামান্য মাসোহারা পাওয়া আশ্রিত বলে পরিচিত থাকতে চায়না। চাকর বাকর ও অন্যান্য
র লোকেদের কাছে সে বড় রাজকুমারের প্রতিপত্তি জাহির করতে চায়। খাজাঞ্চী খানায় গিয়ে
য় মাসোহারার চেয়ে অনেক বেশী টাকা আদায় করে।

সত্ত্বেও রাজনারায়ণের সঙ্গে রাজসম্পত্তির ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়না।

বনারায়ণ ও রাজকুমার রাজনারায়ণের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষের ভাবকে আর একজন কাজে
। ভৈরবনারায়ণের ওপর তাঁর প্রচণ্ড রাগ। ভৈরব নারায়ণের লালসার
তার স্ত্রী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এই ভদ্রলোক ময়নামতী
াক্তার। প্রতাপকে তিনি ডেকে বাড়ী নিয়ে যান। সেখানে তাদের মধ্যে
প্রতাপ তাঁর মেয়ে শিবানীকে বিয়ে করবে এবং তিনি প্রতাপকে তার
র ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

ঙ্গ আর একজনের মেলামেশা বেড়ে যায়। সে তার বাল্যসাথী পুতুল,
মেয়ে। শিবানী, পুতুলের সঙ্গে প্রতাপের মাথামাখিতে ক্ষুণ্ন হয়
ছে অভিযোগ করে। ডাক্তার ভৈরবনারায়ণের কাছে গিয়ে বলেন
য়ে পুতুলের সঙ্গে মিশে প্রতাপ ক্রমশঃই খারাপ হয়ে যাচ্ছে

ভৈরবনারায়ণ ডোমপাড়ার বস্তিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে আদেশ করেন এবং পুতুলকে জোর করে ধরে কলকাতার বাঈজীপল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতাপের কাছে বলা হয়, পুতুল আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

প্রতাপের সঙ্গে চুক্তিমত ডাক্তার জানান যে ভৈরবনারায়ণ একমাসের মধ্যে উইল করতে যাচ্ছেন, যে উইলে রাজনারায়ণকে বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী করা হবে।

কিন্তু ভৈরবনারায়ণ উইল করবার ফুরসৎ পেলেন না। ডাক্তারকে দিয়ে টিটেনাশ ব্যাকটেরিয়া আনিয়ে নাপিতের ক্ষুর মারফৎ ভৈরবনারায়ণের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় প্রতাপ। ফলে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যান ভৈরবনারায়ণ।

এরপর প্রতাপের স্বেচ্ছাচার আরও বেড়ে যায়। সেই যেন সব সম্পত্তির মালিক। কিন্তু আইনজীবির সঙ্গে পরামর্শ করে জানা গেল, না, রাজনারায়ণ জীবিত থাকতে এই সম্পত্তির কাণাকড়ির ওপর প্রতাপের কোন অধিকার নেই।

অতএব একটি শিশিতে শঙ্খচূড় ও চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ মেশানো অবস্থায় দেখা গেল প্রতাপনারায়ণের কাছে। তার পরের ঘটনা ছবিতে দেখুন।

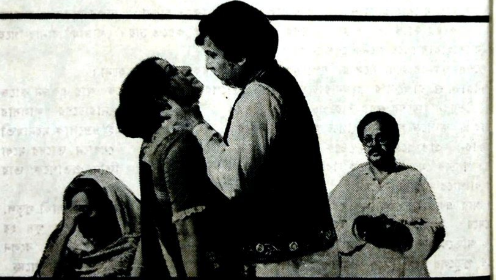

# গান

( ১ )

কারো জন্মের জন্যে কেউ দায়ী নয়রে ভাই
কেউ দায়ী নয়
সবার উপর মানুষ সত্য
চণ্ডীদাস ঠাকুর কয়।
পাখী এক দেশেরই গাছেরই ফল
ঠোঁটে ধরে আনে
কোথাকার বীজ কোথায় ফেলে
সেকি নিজেই জানে
সেই বীজ থেকেই একদিনই ভাই
বটবৃক্ষ হয়
সেই বটবৃক্ষ দেয় যে ছায়া
ঝড় ঝাপটও সয়
কেউ দায়ী নয়রে ভাই
কেউ দায়ী নয়
কারো জন্মের জন্যে কেউ দায়ী নয়রে ভাই
কেউ দায়ী নয়
সব ফুলেরই একই যে জাত
বোঝাই বল কাকে
গোলাপ হয়ে ফোটে কুঞ্জে
পদ্ম হয়ে পাঁকে
হায় সব ফুলই যে যায় রে ঝরে
গন্ধ শুধু রয়
মানুষই যে মানুষের ভাই আসল পরিচয়।

( ২ )

ও ও ও লোও লা লা লা
চল্ চল্ ফিরে চল্
চল্ চল্ ঘরকে চল্
মনটা আমার বাতাস হয়ে যায়
গা ঢালা ওই সুয্যি ডুবে যায়
চল্ চল্ ফিরে চল্
চল্ চল্ ফিরে চল্
চল্ চল্ ঘরকে চল্
মনটা আমার বাতাস হতে চায়
গা ঢালা ওই সুয্যি ডুবে যায়
১ম ঠোঁট ভেজাবি কিসে
২য় মহুয়ারই বিষে
১ম বলনা সই ভুলতে কি তুই চাস্
বলনা সই ভুলতে কি তুই চাস্
২য় ও ও একলা থেকে ঘরে
শরীর কেমন করে
মনে হয় গলায় পরি ফাঁস্
ঐ যে জ্বালায় ওষুধ পাওয়া দায়
মনটা আমার মাতাল হতে চায়
ও চল্ চল্ ফিরে চল্
মনটা আমার মাতাল হতে চায়
গা ঢালা ওই সুয্যি ডুবে যায়
ও ও ও
ময়না আছে দাঁড়ে
কত বোঝাই তারে
মনটা থেকেও মনের মানুষ নাই
হায় রে কি যে করি
কি মরমে মরি
শোনে কে বলতে কি যে চাই
১ম যৌবন সাপ ছোবল মারে গায়
মনটা আমার মাতাল হতে চায়।

( ৩ )

মহুয়াতে হয় না নেশা
হায় কাকে বলি
অন্য নেশায় মাতাল আমি
একি জ্বালায় জ্বলি
অন্য নেশায় মাতাল আমি
একি জ্বালায় জ্বলি
মহুয়াতে হয় না নেশা
নেশার ঘোরে আমায় কেন
অবশ করিস তোরা
এক ফালি ঐ চাঁদটা যেন
খুনেরই এক ছোরা
বদলা নেব খেলব এবার রক্ত আবির হোলি
নেই তোমার মাথায় মুকুট
নাই রাজা হলাম
মেজাজটা তো তোমার পায়ে
তাসেরই সে গোলাম
কি বাবু-কি হল তোর-কিসের দুঃখ
সত্যিতো আমার আবার দুঃখ কিসের
তোরাই আমার বাঈজী বেগম
শিশ মহলের বাঁদি
পান পেয়ালার এই যে সবার
আমার শাহাজাদী
মনটা আমার খুনে রাঙা লাল গোলাপের কলি
মনটা আমার খুনে রাঙা লাল গোলাপের কলি
কত আর সাজব আমি
সরাই খানার সাকী
ভালবাসা আমার কাছে
আলেয়ারই ফাঁকী
ভাংলে আসর বলে সবাই
বিদায় সাকী চলি
মহুয়াতে হয় না নেশা
হায় কাকে বলি
অন্য নেশায় মাতাল আমি
একি জ্বালায় জ্বলি
মহুয়াতে হয় না নেশা।

( ৪ )

এতো পুতুল খেলা নয়
এ হল রাজা মন্ত্রী ঘোড়া নিয়ে
দুপক্ষেরই দাবা খেলা
এতো পুতুল খেলা নয়
মা আমি কথা তোমার রেখেছি
দাবি আমার করতে আদায়
প্রতিশোধ নিতেই হল
যাতে তোমার বুকের আগুন
যায় মা নিভে যায়
রাজ বংশের রক্ত আমার গায়
এতো পুতুল খেলা নয়
এতদিনে শান্তি আমি পেলাম
ঘৃণায় যারা ফেরালো মুখ
এবার তারাই করবে আমায় সেলাম
কবে যে আসবে এদিন
সেই আশাতেই চেয়ে আমি থেকেছি
মা আমি তোমার কথা রেখেছি

উত্তমকুমার অভিনীত
চণ্ডীকা ফিল্মসের

# অসাধারণ

কাহিনী ও পরিচালনা
**সলিল সেন**
সঙ্গীত-নচিকেতা ঘোষ
আরতি-উৎপল-বিকাশ-কমল-দিলীপ রায়-ভানু-জহর-জয়শ্রী রায়-হারাধন-সন্তোষ দত্ত-তপন-তরুণ-অ
ও নবাগত সন্তু মুখার্জী

**চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে**

**উত্তম • আরতি**
ছায়া দেবী-গুরুদাস-শেখর-কমল-শম্ভু-কল্যাণী অভিনীত
ঊষা ফিল্মসের পঞ্চম নিবেদন

# প্রায়শ্চিত্ত

পরিচালনা **সলিল সেন**
সঙ্গীত শ্যামল মিত্র